সংবাদ

তারিখ 29.1.84
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

রাষ্ট্রপতি এইচ. এম এরশাদ গতকাল প্রথম জাতীয় শিক্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন।

সংবাদ 29/1/84

ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে : এরশাদ

শিক্ষকদের জন্য বাড়ীভাড়া সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ঘোষণা

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ এইচ, এম এরশাদ গতকাল শনিবার সরকারী ও বেসরকারী মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের সমস্যা সমাধানের জন্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ঘোষণা করেছেন।

জেনারেল এরশাদ এসব ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকারের সীমিত সম্পদের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষকদের সমাজে সম্মানজনক অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাদের দীর্ঘদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরণের জন্য এসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মহাখালীতে গতকাল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের প্রথম জাতীয় শিক্ষক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণদানকালে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ একথা বলেন।

জেনারেল এরশাদ দেশের সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে শিক্ষকসহ সকলকেই সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণের আহবান জানিয়ে বলেন, আমরা যদি জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারি তবে শুধুমাত্র শিক্ষকদের সমস্যা নিরসনেই আমরা সক্ষম হব না বরং একটি সমৃদ্ধশালী দেশ গঠনেও সক্ষম হব।

বে-সরকারী মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রত্যেকের জন্যে একশ' টাকা করে বাড়ী ভাড়া ভাতাসহ শিক্ষকদের জন্যে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেন।

রাষ্ট্রপতি অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে বলেন, প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকরা ভ্রমণ এবং দৈনিক ভাতার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারদের অনুরূপ সুযোগ-সুবিধা পাবেন।

সরকারী বিদ্যালয়ে ৬২৫-১৩১৫ টাকা বেতন হারের আওতায় শিক্ষকদের ৫০ শতাংশ নিয়োগ করা হবে মেধাবী শিক্ষকদের পদোন্নতির মাধ্যমে।

সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ৬২৫-১৩১৫ টাকা হারের যোগ্যতা-সম্পন্ন ডেমনস্ট্রেটরদের প্রভাষক

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

তারিখ 29.1.84
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

এরশাদ

(১ম পাতার পর)

সংবাদ 29/1

হিসেবে নিয়োগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সরকারী মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপকদের ৮০ শতাংশ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে খুব শিগগিরই দু'হাজার শিক্ষকের পদোন্নতি হবে।

চলতি সালের জানুয়ারী থেকে বে-সরকারী শিক্ষকদের একটি বার্ষিক ইনক্রিমেণ্টের সমপরিমাণ আর্থিক মঞ্জুরি দেয়া হবে।

বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা হিসেব করা হবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বীকৃতি লাভের তারিখ থেকে।

প্রভাষক এবং সহকারী অধ্যাপকদের অনুপাত করা হয়েছে ৫:২ থেকে ৬:৩। ফলে, অধিকাংশ প্রভাষক ৮ বছর চাকরির মেয়াদ সমাপ্তির পর ১৪০০-২২২৫ টাকা বেতন হার ভোগ করার সুযোগ পাবেন।

বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর যোগ্য শিক্ষকদের ২০ শতাংশকে বিধিবলে ডেপুটেশনে নিয়োগ করা হবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীপ্রাপ্ত কোন বিদ্যালয় শিক্ষক পরবর্তীতে মহাবিদ্যালয়ে নিয়োগ পেলে মহাবিদ্যালয়ে তার চাকরির মেয়াদকালের সাথে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাকালীন অভিজ্ঞতা যোগ হবে।

বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পাওয়ার সময় ৬ মাস পর্যন্ত 'ব্রেক অব সার্ভিস' ধরা হবে না অর্থাৎ এ সময় চাকরি অব্যাহত বলে ধরা হবে।

বে-সরকারী শিক্ষকদের আয়কর থেকে রেহাই দেয়ার বিষয়টি বিবেচনার জন্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে পাঠানো হয়েছে।

বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে তৃতীয় এবং চতুর্থ -শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে বেতন স্কেল চালু করা হবে। অনুরূপভাবে 'কাব্যতীর্থ' শিক্ষকদের জন্যেও যথাযথ বেতন হার চালু করা হবে।

কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যদি ন্যস্ত এবং পরিত্যক্ত জমির উপর চালু থেকে থাকে এবং সেই জমি যদি সরকারের কোন জরুরী কর্মসূচীর জন্যে প্রয়োজন না হয় তবে যৌক্তিক ক্ষেত্রে সেই জমি আইনানুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ করা যেতে পারে।

দাখিল মাদ্রাসার সাথে যুক্ত ইবতেদায়ী শ্রেণীর শিক্ষকদের সরকারী বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় মঞ্জুরি দেয়া হবে।

কামেল মাদ্রাসার প্রধান মোহাদ্দেসকে সরকারী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী-অধ্যাপকের মর্যাদা দেয়া হবে।

ফোরকানিয়া মাদ্রাসার কারীদের ভাতা অবিলম্বে পুনর্বহাল করা হবে।

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষকদের টাইম স্কেল কার্যকর করা হলো।

ছাত্রদের দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ বলেন, ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে এবং শিক্ষার প্রতি মনোযোগী করে তুলতে হবে। ছাত্ররা অত্যন্ত পবিত্র এবং তাদের ক্ষতি করা কারো উচিত নয়। তিনি বলেন, ছাত্ররা আমাদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের জ্ঞানার্জনের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। তিনি বলেন, ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অতীতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি এবং তারা কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের শিকার হয়েছে। তিনি শিক্ষকদের প্রতি ছাত্রদের আস্থা অর্জন এবং তাদের সুশৃংখল করে তোলার আহবান জানান।

এ সম্মেলনে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ, কুটনীতিক, উচ্চপদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন ফেডারেশনের মহাসচিব মওলানা আবদুল মান্নান, জনাব এ, কে, এম, আলী রেজা, জনাব এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ, মীর আবদুল বাতেন, জনাব শহীদুর রহমান, জনাব আবদুল খালেক এবং মওলানা খন্দকার নাসিরুদ্দিন। বাসস পরিবেশিত।